তথ্য পত্র

বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলনের ফলাফল

শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাবিত সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ২০১৫ সালের মধ্যে সকল গ্রাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতাল এবং স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংযোগের আওতায় আনা। অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে সকল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে আইসিটির একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং সর্বজনীনভাবে টিভি ও বেতারের সুযোগ লাভ করা।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থার আওতায় সমগ্র বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো এবং গোপনীয়তা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার কার্যক্রমের জন্য যে প্রচেষ্টা চালানো হবে তাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

- নিম্ন ও উচ্চ আয়ের দেশগুলোর মধ্যে একটি মিথষ্ক্রিয় স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক তথ্য বিনিময় পথ তৈরি করা;
- প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে পূর্বাভাস দান, পরিবেশের প্রভাব পরিবীক্ষণ এবং পরিবেশের দিক থেকে নিরাপদভাবে হার্ডওয়ার অপসারণ ও হার্ডওয়ার প্রক্রিয়াজাত করার প্রকল্প তৈরি করা;
- কৃষি, মৎস, বন ও খাদ্য বিষয়ক তথ্য বিনিময়ে অংশীদারিত্ব জোরদার করা;
- হার্ডওয়ার ও সফটওয়ারের ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার এবং সফটওয়ারের উন্মুক্ত উৎস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- বিশ্বব্যাপী সাময়িকী ও পুস্তকের একটা পথ তৈরি করা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের একটি উন্মুক্ত মহাফেজখানা স্থাপন করা;
- ইনকিউবেটর, ক্ষুদ্র ঋণ ও বাণিজ্য পরামর্শকে উৎসাহিত করা; ‘দাতাদের একটি গোলটেবিল বৈঠকের’ ব্যবস্থা করা;
- নির্ভরযোগ্য অনলাইন লেনদেনের জন্য ব্যাংকের ওপর গুরুত্ব দিয়ে কম্পিউটারের নিরাপদ রক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- আইটি আইন প্রণয়ন জোরদার করা ও প্রয়োজনকালে অবস্থা সামাল এবং সাড়া দেয়ার জন্য ফোকাল-পয়েন্ট স্থাপন এবং তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে একটি সমবায়ভিত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে দেশগুলোকে উৎসাহিত করা;
- জনগণ এবং পলী- এলাকার জন্য ১শ’ ডলারের কম মূল্যের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ সংবলিত উদ্ভাবনে গবেষণা জোরদার করা।

কোনো কোনো বিষয়ে অবশ্য আবেগপ্রবণ আলোচনা হয়েছে। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ইন্টারনেট শাসন, মানবাধিকার (যথা যোগাযোগ করার অধিকার), ডিজিটাল সংহতি তহবিল, সফটওয়ারের উন্মুক্ত উৎস এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার বনাম লোক এখতিয়ারধীন ক্ষেত্র।

বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলন চলাকালে ৯ থেকে ১৩ ডিসেম্বর পাশাপাশি ১শ’র বেশি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরিবর্তনের মূল্য এজেন্ডা হিসেবে এনজিও, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রকল্প ও প্রযুক্তিগুলো উপস্থাপন করবে, যা ডিজিটাল বিভক্তি হ্রাসে অবদান রাখবে (www.ict.4d-org)। ৫০টির বেশি দেশের ২শ’র বেশি প্রদর্শনকারীর উপস্থিতি প্রত্যাশা করা হচ্ছে। (www.wsisgeneva2003.Org/03-summit/events.htm1)।

প্রদর্শনীতে অন্যান্য উলেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে থাকছে ‘ভবিষ্যৎ ইন্টারনেট প্রজন্ম’-এর ওপর CERN-এর উপস্থাপনা (প্যান-ইউরোপীয় পদার্থ বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের জানা প্রয়োজন যে তা বিশ্বব্যাপী ওয়েব গড়ে তুলেছে); বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য বিকাশ সিম্পোজিয়াম, যার বিষয়ের মধ্যে থাকবে দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য বেসরকারি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা (www.infodev.org/symp203/index.htm1); উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে ছোট ছোট উন্নয়নশীল দেশের রফতানিকারকদের ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য) কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত কর্মশিবির (www.intracen.org); তথ্য সমাজে নন্দিত তরুণ উদ্যোক্তা, উদ্ভাবক ও বিনিয়োগকারীদের ওপর আন্তর্জাতিক বণিক সমিতির অধিবেশন।